এই কথা-পত্র সংবাদ পরিষেবারই অংশ। তবে এর বিষয় কেবল কৃষি। এখানে প্রকাশ পাবে দেশ-দুনিয়ার কৃষি, বাংলার কৃষি ও ভুবনায়নের কৃষির তাবৎ গতিপ্রকৃতি তথা কৃষি নিরীক্ষার বিবিধ বয়ান। যার ভেতর ডিআরসিএসসি-র কার্যক্রম ও কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদও থাকবে। উদ্দেশ্য,কৃষির ফলিত অভিজ্ঞতার বিনিময়। উদ্দেশ্য, কৃষি-চেতনার এক সংহত আবহ তৈরি।

অন্ন-কথকতা

সেপ্টেম্বর ২০১২

পুষ্টিবাগান

বিষয়

দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলির বাড়ির লাগোয়া খুব কম জমিই থাকে। এই জমিতে তারা সাধারণত দু-একটা সবজি বা দু-তিন ধরনের ফলের গাছ অগোছালোভাবে লাগায়। এইসব পরিবার, বিশেষ করে পরিবারের মহিলা ও শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিবারগুলির অবস্থা আরো খারাপ হয়। বাস্তুর সঙ্গে থাকা জমিতে কিছু সবজি, ফল ইত্যাদি লাগালে ও বাড়ির আবর্জনা—ব্যবহার করা জল ফিরে ব্যবহার করে সারাবছর ধরে এই পরিবারগুলি পুষ্টিকর ফল, সবজি পেতে পারে। বছরভর প্রতিদিন মাথাপিছু ১৫০-২০০ গ্রাম ফল ও সবজি পাওয়া এই বাগানের লক্ষ্য।

প্রস্তাব

- এই কাজে১২-২০টি পরিবারের মহিলা বা কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে দল গঠন করা হয়। এরপর প্রতিটি বাগানের ম্যাপ ও সিজন্যাল ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। এর থেকে পরিবারটির ফলন ও সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি বোঝা যায়। এছাড়া কোন্ কোন্ কারণে পরিবারটির উৎপাদন হার বাড়ছে না ও সারাবছর ধরে কেন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না ইত্যাদিও বোঝা যায়।
- জঙ্গলে যেইভাবে গাছপালা হয় সেই ধাঁচে বাগানগুলির পরিকল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে বড় ও ছোট গাছ, লতাগুল্ম, ঝোপজাতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন উচ্চতার, বিভিন্ন ধরনের মূলবিশিষ্ট উদ্ভিদ ব্যবহার করে একটি বহুতল বাগান তৈরি হয়। কারণ এর ফলে জায়গা, রোদ, মাটির মধ্যে থাকা খাবার, জল ইত্যাদি উপাদানের চূড়ান্ত ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বাগানের উত্তর-পশ্চিমদিকে বড় গাছ লাগানো হয় এবং যত পূর্ব দিকে যাওয়া হয় তত কম উঁচু গাছ লাগানো হয়। এতে সূর্যের আলো অনেকটাই ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়।
- নানারকম সবজি, গাছের সমন্বয়ে বাগানগুলি তৈরি করা হয়। সঙ্গে বহুমুখী ব্যবহার আছে এরকম গাছও লাগানো হয়। এতে সারাবছর ধরে ফল, শুঁটি, মূল, কন্দ, কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায়। আর বাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য সামগ্রীও পাওয়া যায়।
- বেশ কিছুদিন ধরে ফলফলাদি পাওয়া যায় ও বীজ ঘরেই সংরক্ষণ করা যায়, এরকম গাছপালাই সাধারণত বাগানে লাগানো হয়।
  রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট ও গরু ছাগল ইত্যাদি পশুপাখির বর্জ্য ফের ব্যবহার করে সার ও কীটরোধক তৈরি বাগানিদের আয়ত্ত করতে হবে। এছাড়া সুস্থায়ী কৃষি প্রযুক্তি, মাটি ও জলের সংরক্ষণেরও প্রশিক্ষণ লাগবে।

- বাগানের বেড়ায় মশলা, ভেষজ, ভূমিক্ষয়রোধী শোভাবর্ধক ইত্যাদি গাছ লাগানো হয়।
- বাগানিরা বীজ তৈরি করে এবং অতিরিক্ত বীজ প্রতিবেশীদের চাষের জন্য দেয়। বাগানিরা দলে বসে পুষ্টিকর খাবার তৈরি ও তার সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করে।

কার্যক্রম

ডিআরসিএসসি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চলে ২৫০টি বাগানি দলকে সংগঠিত করেছে যারা এইভাবে বাগান করছে। এইসব বাগানে যে কোনো মরশুমে ১৫-২০টি প্রজাতির ফসল দেখতে পাওয়া যায়। বাগানগুলির গড় মাপ হল ৬০-৭০ বর্গমিটার (মোটামুটি এক কাঠা)। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে ১২-১৪ কেজি এবং শুখার সময় ৭-৮ কেজি শাকসবজি বাগান থেকে পাওয়া যায়। বাগান থেকে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের জোগান পাওয়ার দরুন পরিবারে সাধারণ রোগভোগের প্রকোপও কমেছে। বাড়তি শাকসবজি তারা বাজারে বিক্রি করে সপ্তাহে ১০০-১৫০ টাকা বাড়তি আয় করছে এবং তা দলের তহবিলে রাখছে। প্রায় সব দলগুলিরই নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। কিছু সদস্য দলের তহবিল থেকে ধার নিয়ে তাদের পশুপাখির সংখ্যা বাড়িয়েছে।

প্রতিফল

- পরিবারগুলির অপুষ্টি কমেছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার পরিমাণও কমেছে।
- বাড়তি শাকসবজি বেচে তাদের আয় কিছুটা বেড়েছে।
- সুসংহত বাগান তৈরির কাজে তাদের দক্ষতাও বেড়েছে।
- বাগানিদের ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বাগানি গ্রাম সংসদ, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং অন্যান্য কমিটিতে নিয়মিত যোগ দিচ্ছে।
- পরিবারের খাদ্যও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের জন্য মহিলাদের সহজাত প্রবৃত্তি এই কার্যক্রমটিকে সফল করতে সাহায্য করেছে।
- বাগানিরা বর্তমানে ২৫-৩০ রকম শাকসবজি, ভেষজ ইত্যাদির বীজ রাখছে এবং নিজেদের মধ্যে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিনিময় করছে। সার, কীটরোধক নিজেরাই তৈরি করা ও বীজ রাখার ফলে বাজারের ওপর নির্ভরতাও কমেছে।

সম্ভাবনা

- সামান্য কিছু বীজ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই উদ্যোগ প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
- দল গঠন করে এই কাজ করা খুবই জরুরি কারণ এতে জ্ঞান, মেধা, দক্ষতাসহ বীজ ও বাগানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনিময় সহজেই হতে পারে
- সাধারণ বাগান থেকে পুষ্টিবাগান আলাদা কারণ এখানে বিভিন্ন বিষয় যেমন বাগানের নকশা, শাকসবজি নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ, অন্যান্য সামগ্রী ও বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির কাজ খুব সচেতনভাবে করতে হয়।
- জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১০০ দিনের কাজে পুষ্টিবাগান করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে।
চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি
জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে
কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে।
দেশি বীজ আর থাকবে না।
জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি
চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে।
এইসব নিয়ে এই বই।

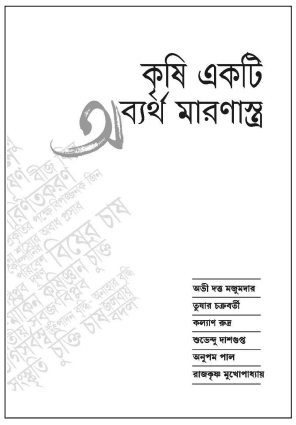

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত